শয়তান-৫

পবিত্র কোরআনে ইব্‌লীস /শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেছেন?

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ ইব্‌লীস/শয়তান

" শয়তান" শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৮৮ বার এবং "ইব্‌লীস" শব্দটি ১১ বার উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে শয়তান সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইউসুফ

সুরা ১২ ইউসুফ, আয়াতঃ ১০০

১) ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসালেন এবং তারা সবাই তার সামনে সিজদা করলো। তিনি বললেন হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ।

وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ قَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا
تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَ قَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ
اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَ جَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ
الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

আর ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসালেন এবং তারা সবাই তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। তিনি বললেন হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার প্রতিপালক ওটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করে এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আমাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপূণতার সাথে করে থাকেন,তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইবরাহীম

২) তোমরা আমার(শয়তান) প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য

করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্যে তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই।

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ ২২

وَ قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ
وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ
قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবেঃ আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলো না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান

করেছিলাম আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্যে তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাহল

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ৬৩

৩) কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিলো

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট (রাসুল) প্রেরণ করেছি; কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো; সুতরাং সে আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্যে পীড়াদায়ক শাস্তি।

৪) সুরা ১৬ আন নাহল,আয়াতঃ ৯৮

যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহকে স্মরণ করবে।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বনী ইসরাঈল

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ২৭

৫) শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৫৩

৬) শয়তান তাদের (মানুষের) মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾

আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলঃ শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৬৪

৭) শয়তান তাদেরকে(মানুষকে) যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ
وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾

তোমার আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পার সত্যচ্যুত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও, শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।

সুরা ১৮ কাহাফ, আয়াতঃ ৬৩

৮) শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভূলিয়ে দিয়েছিলো; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۖ وَ مَآ
اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

তিনি বললেনঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভূলে গিয়েছিলাম? শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভূলিয়ে দিয়েছিলো; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে।

সুরা ১৯ মারিয়াম, আয়াতঃ ৪৪

৯) শয়তানের ইবাদত করো না; শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করো না; শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।

সুরা ১৯ মারিয়াম, আয়াতঃ ৪৫

১০) আমি আশংকা করি , তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে।

يَاَبَتِ اِنِّيۡۤ اَخَافُ اَنۡ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحۡمٰنِ فَتَكُوۡنَ

لِلشَّيۡطٰنِ وَلِيًّا ﴿۴۵﴾

হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি , তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে।

সুরা ১৯ মারিয়াম, আয়াতঃ ৬৮

১১) সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের আমি তো তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে সহ একত্রে সমবেত করবোই ও পরে আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই।

فَوَ رَبِّكَ لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ وَ الشَّيٰطِيۡنَ ثُمَّ لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ

جِثِيًّا ﴿۶۸﴾

সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো তাদেরকেও শয়তানদেরকে সমবেত করবই পরে আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথ অনুসরণ করে চলা উচিত। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চললে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে কারণ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।

সুতরাং আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাদেরকে সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথ অনুসরণ করে চললে আমরা এই দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে শান্তিতে থাকতে পারবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শয়তানের দেখানো পথ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……